21 JUN 2008

চারশ'রও বেশি কলেজ চলছে ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ মানছে না কেউ

মুসতাক আহমদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেশের চার শতাধিক কলেজকে ছয় মাসের আলটিমেটাম দিয়েছে। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজে পূর্ণ মেয়াদের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ দিতে হবে। কিন্তু তিন মাস আগে দেয়া ওই নোটিশের পর আজ পর্যন্ত কোন কলেজেই পূর্ণকালীন অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হয়নি। আগের মতোই ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে চলছে।

এদিকে সারাদেশের আরও দেড় শতাধিক কলেজে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে আছে। মামলা চলছে আরও শতাধিক কলেজের শীর্ষপদ দখল এবং গভর্নিং বডির সভাপতি বা সদস্য হওয়া নিয়ে। এসব কারণে কলেজগুলোতে শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি, হাতাহাতি, মারামারি পর্যন্ত হচ্ছে। ফলে সার্বিকভাবে এসব কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমে পড়ছে নেতিবাচক প্রভাব।

১৬ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কলেজে ওই আদেশ জারি করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্টরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরনা দিয়ে বিভিন্নভাবে সময়ক্ষেপণ করছে। সংশ্লিষ্টরা নানা বাহানায় পার করতে চাচ্ছে সময়। অভিযোগ উঠেছে, এসব অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষের বেশিরভাগকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েরই ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য

চলছে : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

চলছে : কলেজ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান এবং কলেজ পরিদর্শক আবদুর রশিদ প্রশ্রয় দিচ্ছেন। বিভিন্নভাবে 'ম্যানেজড' হয়ে সংশ্লিষ্টরা এসব ব্যক্তিকে মদদ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন কলেজ সূত্র জানিয়েছে, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদের অনেকের বিরুদ্ধেই নানা দুর্নীতি-অনিয়মে জড়িয়ে পড়া, দু'হাতে অর্থ লোপাট, কলেজের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। এসব কারণে বিভিন্ন কলেজে একাধিক মামলা-মোকদ্দমার ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। বিষয়গুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরে আসায় পূর্ণকালীন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগের নির্দেশ দেয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকার ডেমরার দনিয়া কলেজে বর্তমানে অধ্যক্ষের দাবিদার দু'জন। এদের মধ্যে একজন মু. শাহাদত হুসাইন রানা ২০০৩ সালে কলেজের গভর্নিং বডি কর্তৃক বরখাস্ত হন। অবশ্য তার বিরুদ্ধে কলেজে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় বরখাস্তের এক বছর (২০০২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি) আগে থেকে তিনি নিজে থেকেই কলেজে অনুপস্থিত ছিলেন। পাঁচ বছর পর গত বছরের ১৩ মে তিনি তৎকালীন সভাপতির (ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার) মেয়াদোত্তীর্ণ একটি চিঠি নিয়ে এসে অধ্যক্ষের চেয়ার দখল করেন। ওই পাঁচ বছর তিনজন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে গভর্নিং বডি কর্তৃক নিয়োগকৃত খাদেম আশরাফুল আলম ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সবমিলিয়ে কলেজে বর্তমানে বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থা বিরাজ করছে। এমনকি ১২ মে দুই অধ্যক্ষের অনুসারীরা প্রকাশ্যে ক্লাসরুমে হাতাহাতিতে পর্যন্ত জড়িয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে শাহাদত হুসাইন রানার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি নিজেকে বৈধ অধ্যক্ষ দাবি করে বলেন, পাঁচ বছর তাকে কলেজে ঢুকতে দেয়া হয়নি। সভার চিঠি নিয়েই তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন। আর আশরাফুল আলম বলেন, দায়িত্বের একটি ধারাবাহিকতা আছে। গ্রহণ-হস্তান্তরের বিষয় আছে। দখলের ব্যাপার নয়। তাছাড়া গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। শাহাদত হুসাইন জোর করে দায়িত্ব নেয়ার পর আগের মতই এবার আর্থিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি শুরু করেছেন বলে তার অভিযোগ।

চানখারপুল সংলগ্ন নাজিমউদ্দিন রোডের শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ ২০০৩ সাল থেকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ দিয়ে চলছে। কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে অনিয়ম, দুর্নীতি, লুটপাট, স্বেচ্ছাচারিতা, শিক্ষকদের নির্যাতন, মামলা, অন্যায় শিক্ষকদের সাসপেন্ডসহ বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ভুক্তভোগী শিক্ষক-কর্মচারীরা সংবাদ সম্মেলন পর্যন্ত করেছেন। নাম প্রকাশ না করে একজন শিক্ষক জানান, অদৃশ্য কারণে তারা সুবিচার পাচ্ছেন না। ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে, শিক্ষকদের দ্বন্দ্বের কারণে কলেজে নিয়মিত ক্লাস হয় না। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত

ঢাকা কমার্স কলেজে গত বছরের জুন মাসে শেষ হয় অধ্যক্ষের মেয়াদ। সরকারি নিয়মানুযায়ী চাকরি বর্ধিত করার (সর্বোচ্চ ৫ বছর) বয়সও পার হয়েছে ওই অধ্যক্ষের। কিন্তু এরপরও অধ্যক্ষকে আবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এর পেছনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই কর্তাব্যক্তি মূল ভূমিকা পালন করেছেন বলে জানা যায়। ঝিলগাঁও মডেল কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে রয়েছে এভাবেই নানা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ। একই অভিযোগ রয়েছে ধানমণ্ডির আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। এরা সবাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং কলেজ পরিদর্শকের আশীর্বাদপুষ্ট। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্টদের রক্ষা করতে গভর্নিং বডির সভাপতি ও সদস্য পদে উপাচার্য ও কলেজ পরিদর্শকের অনুগতদেরও বসানো হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এভাবে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন কলেজ ছাড়াও ঢাকা বিভাগে ৩৫টি, বরিশালে ৩১টি, রাজশাহীতে ৭০টি, খুলনায় ৩০টি, চট্টগ্রামে ২৫ এবং সিলেটে ১৩টি কলেজে নানাভাবে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে আছে বলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়। (সারাদেশে মোট কলেজগুলোর মধ্যে ঢাকায় ৩৩১টি, বরিশালে ১১৫টি, রাজশাহীতে ৪৭৮, খুলনায় ২৩৫, চট্টগ্রামে ২২৭ এবং সিলেটে ৫৪টি ডিগ্রি ও অনার্স পাঠদানকারী কলেজ রয়েছে।) ১৯৯টি কলেজই চলছে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দিয়ে। এছাড়া আরও ৫০টি বিএড, আইনসহ প্রফেশনাল ডিগ্রি বিষয়ক কলেজেও রয়েছেন সাময়িক অধ্যক্ষ। আবার কোথাও প্রতিষ্ঠাতা এবং মালিকই অধ্যক্ষ বনে গেছেন। যে কারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার গুণগত মান বিঘ্নিত হচ্ছে।

কলেজ পরিদর্শক আবদুর রশিদের সঙ্গে এ ব্যাপারে দু'দিন কথা বলার চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান শুক্রবার রাতে যুগান্তরকে মোবাইল ফোনে জানান, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষদের পরিচালিত কলেজগুলোতে চিঠি দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা সে অনুযায়ী কাজ করেননি। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ মানতে চান না। কিন্তু তা বরদাস্ত করা যায় না। শিক্ষার

মানোন্নয়ন ও কলেজে শৃংখলার স্বার্থে পূর্ণকালীন অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ জরুরি। ইস্যুটি একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে আইনে রূপান্তরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে ছয় মাসের বেশি কোথাও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ থাকতে পারবে না। অধ্যাপক হাসান বলেন, ধ্বংসপ্রায় ঢাকার কলেজগুলোকে তিনি রক্ষা করেছেন। তিনি বলেন, কাউকে তিনি মদদ দেন না। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে গিয়ে কোথাও কোথাও পক্ষপাতিত্ব মনে হতে পারে। তবে আইনের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। কলেজ পরিদর্শকের নানা অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপারে তিনি বলেন, এর আগে ওই ব্যক্তি একবার সাসপেন্ড হয়েছেন। আদালত থেকে রায় এনে আবার বহাল হয়েছেন। তবে অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে প্রমাণসাপেক্ষে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।